দৈনিক বাংলা

5

তারিখ ... 18 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

পটুয়াখালী পলিটেকনিক

বাংলাদেশ সরকার ও ইটালীর যৌথ উদ্যোগে পটুয়াখালীতে একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে। কথা ছিল এ প্রকল্পের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থের যোগান দেবে ইটালী সরকার। বাকী ৫০ ভাগ বহন করবে বাংলাদেশ সরকার। প্রকল্পটি ছিল ৫ বছরের। তবে ইটালী সরকার পরবর্তীকালে তাদের প্রস্তাবিত অর্থের যোগান না দেওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের দেয়া ৫০ ভাগ অর্থ দিয়েই ইনস্টিটিউটটি চালু রাখা হয়। সে প্রকল্পের মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে ১৯৯৫ সালে। তারপরও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটটি আছে। তবে চালু থাকবে বলে কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

ইনস্টিটিউটটির পরিস্থিতি হচ্ছে, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারও তাদের প্রস্তাবিত ৫০ শতাংশ অর্থের যোগান আর দিচ্ছে না। শিক্ষকদের বেতন বাকী পড়েছে সাত মাসের। যদিও এ বেতনও পুরো বেতন নয়। অন্যান্য কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছে না বছরের পর বছর। ইনস্টিটিউটে প্রয়োজনীয় বই নেই, সাজ-সরঞ্জাম নেই, ল্যাবরেটরির কাজের কোন ব্যবস্থা নেই, শুধু অনির্দিষ্ট প্রত্যাশায় দিন গুনছে পাঁচশ' ছাত্র।

কিন্তু এই প্রত্যাশা এবং প্রতীক্ষার শেষ কোথায়। এমনিতেই প্রশ্ন উঠতে পারে, পাঁচ বছরের প্রকল্প হিসাবে কোন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হতে পারে কিনা। বা একটি বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যের উপর নির্ভর করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল কেন, কিংবা কথিত বিদেশী রাষ্ট্র অর্থ সাহায্য বন্ধ করার পর এ নিয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি কেন। আদৌ এ ধরনের একটি ইনস্টিটিউট পটুয়াখালীতে স্থায়ীভাবে স্থাপনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনদিন ছিল কিনা।

সাধারণ বিবেচনায় বোধগম্য যে ৫ বছরের প্রকল্প হিসাবে কোন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কোন অর্থ নেই। কারণ পাঁচ বছরের কোর্সের জন্য নিশ্চয়ই শুধুমাত্র এক ব্যাচ ছাত্র ঐ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়নি। নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত ছিল প্রাথমিক দিকে বিদেশী সাহায্যে এ প্রকল্প চালু করা হলেও ভবিষ্যতে এই ইনস্টিটিউটকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। প্রকল্প খাত থেকে রাজস্ব খাতে এর সকল দায়দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে—যে কাজটি গত ৫ বছরে করা হয়নি। ফলে ইনস্টিটিউটের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। আশংকা করা হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে ইনস্টিটিউটটি নিজের ভারেই মুখ থুবড়ে পড়বে।

অথচ এই ইনস্টিটিউটটি বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে নিশ্চয়ই স্থাপিত হয়নি। তাই আশা করা অন্যায় হবে না যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইনস্টিটিউটটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, দিনের পর দিন বেতনের ৫০ শতাংশ গ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে ৭ মাস বেতন না পেলে কোন ইনস্টিটিউটে কোন শিক্ষকের শিক্ষকতা করার নজীর বিরল। অথচ এ অবস্থাই চলছে পটুয়াখালীর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে।